বাংলা রাজবংশী অসমীয়া

সাহিত্যে নারীর ভাষা

বিশ্বজিৎ রায় ময়ূরাক্ষী নাথ কৃষ্ণকান্ত রায়

সম্পাদিত

সাহিত্যে নারীর ভাষ্য

(বাংলা - রাজবংশী - অসমীয়া)

সম্পাদক

ড. বিশ্বজিৎ রায়

ড. ময়ূরাক্ষী নাথ

ড. কৃষ্ণকান্ত রায়

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

প্রসঙ্গ সামাজিক বিবাহ ও নারী: জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প

শিল্পী রায়

'গভীর রাতে হঠাৎ মেঘের ডাকে ঘুম ভেঙে গেলে দীনতারণ দেখলো ক্ষণপ্রভা শয্যায় নেই, নেই ছেলেটিও, ভোরবেলা একজন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিয়া দিয়া ফিরাইয়া দাঁড়াইল, সবাই মুখ ফিরাইল, এখন সে নগ্নদেহ— সম্পূর্ণ উন্মাদ; কিন্তু ছেলেটি বুকে আছে।"[১]— প্রশ্ন হলো, ক্ষণপ্রভারা কখন উন্মাদ হয়, নগ্ন হয়ে দাঁড়ায় খোলা আকাশের নীচে? আশ্চর্য হয়, এ মনের সন্ধান তিনি পেলেন কোথায়?

জগদীশ গুপ্ত— একজন নির্জন অবস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁর সাহিত্যের কারখানায় নারী-পুরুষের আদিমতম গুহায়িত সত্যকে যেভাবে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছেন তা রীতিমতো ভেতর থেকে আমাদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। অথচ এ প্রবণতা 'পাপের ইচ্ছায় নহে, প্রলোভনে নহে, আত্মকৃত পাপের অনুশোচনায় নহে, একজনের স্খলিত জীবনের পাপের জ্ঞান তাহারই বুকে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে— তাহাকে নামাইবার স্থান নাই, তাহাকে হত্যা করিবার উপায় নাই— তার ছটফটানির অন্ত নাই।'[২]

তাঁর ছোটগল্পে যে যৌনপ্রধান সামাজিক সম্পর্ক 'বিবাহ'— সেখানে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক মূলতঃ '...ধর্মপত্নী সধর্ম্মিনী আরো অনেক এমন কথার এমনি মানে নাই। মস্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল... তার দেহটাই আসল'[৩] ক্ষণপ্রভারা জানে 'ওই দেহ দিয়া স্বামীর কতোটুকু প্রয়োজন। ... এই দেহকে উপলক্ষ আর অবলম্বন করিয়া স্ত্রী-পুরুষের যে যোগ আর মায়া, উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের মতো কেবল অধোধিক তার গতি।[৪] 'চন্দ্র সূর্য যতদিন' গল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের ইচ্ছায়, কল্পনায় ও প্রয়োজনে। লৈঙ্গিক চিহ্নায়ণে নারীর জন্ম 'প্রজনার্থং। সীতা ও ক্ষণপ্রভারা দাঁড়িয়েছে এক সারিতে, রাম জানিয়েছে—

'সধৃত্তামমসুবৃত্তাং বাপ্যহং ত্বামদ মৌথিলি
নোৎসহে পরিভোগায় স্বাবলীড়ং হবির্যথা।।'

(মহাভারত: বনপর্বের রামোপাখ্যান ৩: ২৭৫:১৩)

আদিম প্রবৃত্তির স্থূলচেতনাধারী পুরুষের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দীনতারণ, শুধু সম্পত্তির লোভ নয়, তুলনামূলক কমবয়স্ক যুবতী শ্যালিকা প্রফুল্লকে বিয়ে করবার ফাঁদ রচনা করেছে সে। পুরুষে জৈব বাসনার শিকার মাত্র প্রফুল্লকুমারী। উনিশ বছর বয়সের ক্ষণপ্রভার স্বামীর শয্যাংশের স্মৃতি 'সেখানকার স্বপ্ন জাগরণ, হর্ষ, তৃপ্তি... স্মৃতি বড়োর মধুর।'[৫] অথচ সেই একই শয্যায় তার নিজের ভগ্নী মুখের দিকে চেয়ে জানায় 'ওর ছেলে চাই।'[৬] তখন ' যেন প্রফুল্ল বুকে দাঁত বসাইয়া তাহার দেহের রক্তর শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত এক নিমেষেই চুষিয়া-শুষিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেছে এমনি বিবর্ণ পাংশুমুখো ক্ষণপ্রভা সম্মুখের দিকে চাহিয়া কেবল শূন্যকেই দেখিতে লাগিল।"[৭] এক মুহূর্তে ক্ষণপ্রভার কাছে সব শূন্য হয়ে যায়— তখন তার চৈতন্যজুড়ে চরমতম গ্লানি— প্রেমবিহীন সংসার-পুত্র স্বামী সব মিথ্যে হয়ে যায়। সংসার নামক সামাজিক